যায়যায়দিন

তারিখ 15 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ভিকারুননিসায় ভর্তি বাণিজ্য হয়নি

মেননের দাবি

যায়াদি রিপোর্ট

ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে কোনো ভর্তিবাণিজ্য হয়নি এবং এ সংক্রান্ত অভিযোগে পদত্যাগ করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিংবডির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। তিনি বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে গভর্নিংবডির সদস্যরা সাতজন করে শিক্ষার্থী ভর্তির সুপারিশ করতে পারেন। সে হিসেবে তিনি সব সদস্যের সুপারিশ একত্র করে

ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

সোমবার ভিকারুননিসা স্কুলের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান মেনন এমপি —যায়যাদি

ভর্তি : ভিকারুননিসায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তালিকা দিয়েছেন। তবে এ তালিকা থেকে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে, তা তার জানা নেই।

সোমবার তোপখানা রোডের ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মেনন এ কথা বলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যদি ভর্তিবাণিজ্য হয়েই থাকে তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে ডিআইএ ভিকারুননিসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি তদন্ত শেষ করেছে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে মেনন বলেন, তার একান্ত সচিব নাইমুল আজম খান ভিকারুননিসা নিয়ে কোনো দুর্নীতি করেননি। তিনি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, নাইমুল আজম খান ভিকারুননিসার বিভিন্ন কমিটির শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছেন। বিভিন্ন কমিটিতে থাকার কারণে তিনি নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। তার বিরুদ্ধে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা নেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

মেনন আরো বলেন, নাইমুল আজমকে শিক্ষা অধিদপ্তরই ভিকারুননিসায় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এখানে তার করার কিছু নেই।

স্কুলটিতে আগামী বছরের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, আগামী বছর প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এতে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা বন্ধসহ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটবে না। ভর্তি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আসবে। এছাড়া দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণীতে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি সম্পন্ন করা হবে। তবে সবই করা হবে ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী মনিটরিং কমিটির তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে।

মেনন বলেন, এ প্রক্রিয়ায় ভর্তির ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশ স্বচ্ছতা থাকবে। বাকি পাঁচ শতাংশ ব্যক্তিদের সুপারিশে ভর্তি করা হবে। তবে এসব বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

ভিকারুননিসায় দেড়শ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম করা হয়েছে উল্লেখ করে মেনন বলেন, তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন সনদসহ বিভিন্ন যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তাদের পূর্ণকালীন নিয়োগ দেয়া হবে।

বর্ষীয়ান এই বাম নেতা আরো বলেন, প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিংবডির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ডা. ইকবালের কাছ থেকে ১১ কোটি টাকা ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইকবাল প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি থাকাকালে এই ১১ কোটি টাকা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটির সদ্য সাবেক হওয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম সম্পর্কে মেনন বলেন, তিনি পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য একজন প্রার্থী ছিলেন। প্রার্থী হওয়ায় অধ্যক্ষ নির্বাচন কমিটির সদস্য সচিব হওয়ার যোগ্যতাও হারান তিনি। এ কারণেই তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সোমবার নতুন অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম যোগদান করেছেন।

তার কারণেই রোকেয়াকে সরানো হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তার সময়ে ভর্তিতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাউন্সিলও ভেঙে পড়েছিল।